সংবাদ

তারিখ 10 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

ছাত্রলীগ সরকারকে ব্যর্থ করতে চাইছে

গত বৃহস্পতিবার রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্র মৈত্রী কর্মী সানি নিহত হয়েছে। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ-ছাত্র মৈত্রী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ঘটনায় আরও কয়েকজন ছাত্রসহ পুলিশ আহত হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সানি হত্যার ঘটনায় নিহতের বাবা একটি মামলা করেছেন। হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ ছাত্রলীগের চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনার জের ধরে পলিটেকনিক শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর ছাত্রলীগ সংঘর্ষ, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজির মতো বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে সংগঠনটি যেমন অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়েছে, তেমনি চড়াও হয়েছে তাদের প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের ওপর। এবার রাজশাহী পলিটেকনিকে তারা ১৪ দলের অন্যতম সংগঠন ওয়ার্কার্স পার্টির ছাত্রফ্রন্ট বলে পরিচিত ছাত্র মৈত্রীর এক কর্মীকে খুন করেছে। এটা সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগের চরম অধঃপতনের নজির। কাজটি সরকারের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী।

এই হত্যার ঘটনাকে সংগঠনের কেউ কেউ তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এভাবে তারা তাদের অপরাধকে আড়াল করতে পারবে না। হত্যা ও সংঘর্ষের ঘটনায় তড়িঘড়ি করে ৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে জরুরি হচ্ছে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা। বহিষ্কার বা গ্রেফতার যেন আইওয়াশ না হয়।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ছাত্র নামধারীদের গুণ্ডামি সহ্য করা হবে না। আমরা আশা করব মন্ত্রী তার কথা রাখবেন। তবে এ ব্যাপারে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অনেক হুশিয়ারি নির্দেশ দিয়ে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে তিনি এ সংগঠনের প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এতেও ছাত্রলীগের চরিত্রের বদল ঘটেনি। সেটা যে হওয়ার নয় তা আমরা আগেই বলেছিলাম। হুশিয়ারি, নির্দেশ আর আশ্বাসে যদি কোন ব্যক্তি বা সংগঠন সুপথে পরিচালিত হতো তবে দেশে আর আইনের প্রয়োজন হতো না।

মহাজোট দিনবদলের অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেছে। আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে, ছাত্রলীগের চরিত্রে গুণগত বদল আনতে না পারলে সরকার কাঙ্ক্ষিত দিনবদল ঘটাতে পারবে না। এই সংগঠনটির নানা অপকর্মে সরকারের অনেক সাফল্যই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তারা সারাদেশে শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে তুলেছে। ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরা জরুরি। আর এটা করতে হবে আইন প্রয়োগের মধ্য দিয়েই। আইনের স্বাভাবিক ও স্বাধীন প্রয়োগের মধ্যে এর সমাধান রয়েছে।

রাজশাহীতে ছাত্র হত্যার ঘটনায় জড়িতদের আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনকে ছাত্রলীগের অপতৎপরতাসহ সব অশুভ শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। আমরা শিক্ষাঙ্গনে কোন ধরনের হত্যা, সংঘর্ষ, দখল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজির মতো জঘন্য অপরাধ দেখতে চাই না। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এটা সরকারেরই দায়িত্ব। ছাত্রলীগের এই চরিত্র দিয়ে আর যাই হোক দিনবদল হবে না।